চিত্তনামা ও ঝড়

BANGLADARSHAN.COM

কাজী নজরুল ইসলাম

॥চিত্তনামা॥

অকাল-সন্ধ্যা

[জয়জয়ন্তী কীর্তন]

খোলো মা দুয়ার খোলা
প্রভাতেই সন্ধ্যা হল
দুপুরেই ডুব্‌ল দিবাকর গো।
সমরে শয়ান ওই
সুত তোর বিশ্বজয়ী
কাঁদনের উঠছে তুফান ঝড় গো॥
সবারে বিলিয়ে সুধা,
সে নিল মৃত্যু-ক্ষুধা,
কুসুম ফেলে নিল খঞ্জর গো।
তাহারই অস্থি চিরে
দেবতা বজ্র গড়ে
নাশে ওই অসুর অসুন্দর গো।
ওই মা যায় সে হেসে।
দেবতার উপরে সে,
ধরা নয়, স্বর্গ তাহার ঘর গো॥
যাও বীর যাও গো চলে
চরণে মরণ দ'লে
করুক প্রণাম বিশ্ব-চরাচর গো।
তোমার ওই চিত্ত জ্বেলে
ভাঙ্গালে ঘুম ভাঙ্গালে
নিজে হায় নিবলে চিতার পর গো।
বেদনার শ্মশান-দহে
পুড়ালে আপন দেহে,
হেথা কি নাচবে না শংকর গো॥

আরিয়াদহ, ৬ আষাঢ়, ১৯৩২

BANGLADARSHAN.COM

অর্ঘ্য

হায় চির-ভোলা! হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পিয়া!
কেন এত ভালো বেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি!

হুগলী
৩রা আষাঢ়, ১৯৩২

BANGLADARSHAN.COM

ইন্দ্র-পতন

তখনও অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরুগুরুগুরু গুরু।
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলংয়কর সাজে!
ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলী ঈশান-দিগঙ্গনে
স্তব্ধ-বেদনা দিগ্‌বালিকারা কী যেন কাঁদনি শোনে!
কাঁদিছে ধরার তরু-লতা-পাতা, কাঁদিতেছে পশু-পাখি,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি।
বাজে আনন্দ-মৃদঙ গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র কাছে!
সপ্ত-আকাশ-সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারই প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি!
হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?
জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি,
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারই?
হয়তো তাহাই, হয়তো নহে তা,—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন, যারে ভালোবাসে মাটি।
কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী কমলার রক্ত-চরণ-তল,
সম্ভ্রমে-নত পূজারি মৃত্যু ছিঁড়িল সে-শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি নারায়ণ-পদতলে!
জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যাঁর হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া রবে।

BANGLADARSHAN.COM

কত সান্ত্বনা-আশা-মরীচিকা, কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি, মেটে না প্রাণের তৃষা!
দুলিছে বাসুকি মণিহারা ফণী, দুলে সাথে বসুমতী,
তাহার ফণার দিনমণি আজ কোন্ গ্রহে দেবে জ্যোতি!
জাগিয়া প্রভাতে হেরিনু আজিকে জগতে সুপ্রভাত,
শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দীপাঠ!
হে মহাপুরুষ, মহাবিদ্রোহী, হে ঋষি, সোহম্-স্বামী!
তব ইঙ্গিতে দেখেছি সহসা সৃষ্টি গিয়াছে থামি,
থমকি গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দ্র-সূর্য-তারা,
নিয়ম ভুলেছে কঠোর নিয়তি, দৈব দিয়াছে সাড়া!
যখনই স্রষ্টা করিয়াছে ভুল, করেছ সংস্কার,
তোমারই অগ্র স্রষ্টা তোমারে করেছে নমস্কার।
ভৃগুর মতন যখনই দেখেছ অচেতন নারায়ণ,
পদাঘাতে তাঁর এনেছ চেতনা, কেঁপেছে জগজ্জন!
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বক্ষে তব পদ-চিন ধরি
হাঁকিছেন, 'আমি এমনি করিয়া সত্য স্বীকার করি।
জাগাতে সত্য এত ব্যাকুলতা এত অধিকার যার,
তাহার চেতন-সত্যে আমার নিযুত নমস্কার।'
আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি।
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।
চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি,
প্রতাপ-শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীব বাঁধি।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখাল ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি–

BANGLADARSHAN.COM

মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী!
হিমালয় হতে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হতে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণ-স্রোতে
ছন্দ-গানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা, আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই!
বিভূতি-তিলক! কৈলাস হতে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্ম-বিভূতি নিয়া!
নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি,
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি!
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিকো অবসর
আমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!
আজিকে নিখিল-বেদনার কাছে মোর ব্যথা কতটুক্,
ভাবিয়া ভাবিয়া সান্ত্বনা খুঁজি, তবু হা হা করে বুক!
আজ ভারতের ইন্দ্র-পতন, বিশ্বের দুর্দিন,
পাষাণ বাংলা পড়ে এককোণে স্তব্ধ অশ্রুহীন।
BANGLADARSHAN.COM
তারই মাঝে হিয়া থাকিয়া থাকিয়া গুমরি গুমরি ওঠে,
বক্ষের বাণী চক্ষের জলে ধুয়ে যায়, নাহি ফোটে!
দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখো আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি।
গগনে তেমনই ঘনায়েছে মেঘ, তেমনই ঝরিছে বারি,
বাদলে ভিজিয়া শত স্মৃতি তব হয়ে আসে ঘন ভারী।
পয়গম্বর ও অবতার-যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনিকো মোরা তাঁদেরে, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ।
কিন্তু যখনই বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ-তলে,
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু নয়ন ভরেছে জলে।
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে ও-পায়ে পড়েছে লুটি,
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হইয়া ফুটি।
বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান, দেখিনিকো চোখে তাহে,
নাহি আপশোশ, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানশাহে,
নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনিকো তাঁরে ভেট,
দেখিয়াছি মোরা ‘রাজা-সন্ন্যাসী’ প্রেমের জগত-শেঠ।

শুনি, পরার্থে প্রাণ দিয়া দিল অস্থি বনের ঋষি;
হিমালয় জানে, দেখেছি দধীচি গৃহে বসে দিবানিশি!
হে নবযুগের হরিশচন্দ্র! সাড়া দাও, সাড়া দাও!
কাঁদিছে শ্মশানে সুত-কোলে সতী, রাজর্ষি ফিরে চাও!
রাজকুলমান পুত্র-পত্নী সকল বিসর্জিয়া,
চণ্ডাল বেশে ভারত-শ্মশান ছিলে একা আগুলিয়া,
এসো সন্ন্যাসী, এসো সম্রাট, আজি সে শ্মশান-মাঝে,
ওই শোনো তব পুণ্যে জীবন-শিশুর কাঁদন বাজে!
দাতাকর্ণের সম নিজ সুতে কারাগার-যূপে ফেলে
ত্যাগের করাতে কাটিয়াছ বীর বারেবারে অবহেলে।
ইব্রাহিমের মতো বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া
কোরবানি দিলে সত্যের নামে, হে মানব নবি-হিয়া।
ফেরেশতা সব করিছে সালাম, দেবতা নোয়ায় মাথা,
ভগবান-বুকে মানবের তরে শ্রেষ্ঠ আসন পাতা!
প্রজা-রঞ্জন রাম-রাজা দিল সীতারে বিসর্জন,
তাঁরও হয়েছিল যজ্ঞে স্বর্ণ-জানকীর প্রয়োজন;
তব ভাণ্ডার-লক্ষ্মীরে রাজা নিজ-হাতে দিল তুলি
ক্ষুধা-তৃষাতুর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথ-ধূলি।
হেম-লক্ষ্মীর তোমারও জীবনযাগে ছিল প্রয়োজন,
পুড়িলে যজ্ঞে, তবু নিলে নাকো দিলে যা বিসর্জন!
তপোবলে তুমি অর্জিলে তেজ বিশ্বামিত্র-সম,
সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণ তাই বন্দিজে নমো নমো!
হে যুগ-ভীষ্ম। নিন্দার শরশয্যায় তুমি শুয়ে
বিশ্বের তরে অমৃতমন্ত্র বীর-বাণী গেলে থুয়ে।
তোমার জীবনে বলে গেলে—ওগো কল্কি আসার আগে
অকল্যাণের কুরুক্ষেত্রে আজও মাঝে মাঝে জাগে
চিরসত্যের পাঞ্জজন্য, কৃষ্ণের মহাগীতা,
যুগে যুগে কুরু-মেদ-ধূমে জ্বলে অত্যাচারের চিতা।
তুমি নবব্যাস, গেলে নবযুগ-জীবন-ভারত রচি,
তুমিই দেখালে—ইন্দ্রেরই তরে পারিজাত-মালা, শচী!
আসিলে সহসা অত্যাচারীর প্রাসাদ-স্তম্ভ টুটি,

BANGLADARSHAN.COM

নব-নৃসিংহ-অবতার তুমি, পড়িল বক্ষে লুটি
আর্ত-মানব-হৃদি-প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি-প্রেমে!
তুমি এসেছিলে জীবন-গঙ্গা তৃষাতুর তরে নেমে।
দেবতারা তাই স্তম্ভিত হের দাঁড়ায়ে গগন-তলে,
নিমাই তোমারে ধরিয়াছে বুকে, বুদ্ধ নিয়াছে কোলে।
তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিকো সন্দেহ
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি।
হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব!
নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু!
জানি না আজিকে কী অর্ঘ্য দেবে হিন্দু-মুসলমান,
ঈর্ষাপঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ।
হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে করেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়!
তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি, জানি নাকো কেহ, দেবতা কি আওলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।
আজ দিকে দিকে বিপ্লব-অহিদল খুঁজে ফেরে ডেরা,
তুমি ছিলে এই নাগ-শিশুদের ফণি-মনসার বেড়া।
তুমিই রাজার ঐরাবতের পদতল হতে তুলে
বিষ্ণু-শ্রীকর-অরবিন্দরে আবার শ্রীকরে থুলে!
তুমি দেখেছিলে ফাঁসির গোপীতে বাঁশীর গোপীমোহন
তোমার ভগ্ন চাকায় জড়ায়ে চালায়েছে এরা রথ,
আপন মাথার মানিক জ্বালায়ে দেখায়েছে রাতে পথ।
আজ পথ-হারা আশ্রয়হীন তাহারা যে মরে ঘুরে,
গুহা-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণমন্ত্র সুরে!
যেদিকে তাকাই কূল নাহি পাই, অকূল হতাশ্বাস,

BANGLADARSHAN.COM

কোন শাপে ধরা স্বরাজরথের চক্র করিল গ্রাস?
যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে রণে পড়িল সব্যসাচী,
ওই হেরো, দূরে কৌরবসেনা উল্লাসে ওঠে নাচি।
হিমালয় চিরে আগ্নেয়-যান চিৎকার করি ছুটে,
শত ক্রন্দন-গঙ্গা যেন গো পড়িছে পিছনে টুটে!
স্তব্ধ-বেদনা গিরিরাজ ভয়ে জলদে লুকায় কায়–
নিখিল অশ্রু-সাগর বুঝিবা তাহারে ডুবাতে চায়!
টুটিয়াছে আজ গর্ব তাহার, লাজে নত উঁচু শির,
ছাপি হিমাদ্রি উঠিছে প্রণাম সমগ্র পৃথিবীর!
ধূর্জটি-জটাবাহিনী গঙ্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে,
তারই নীচে চিতা–যেন গো শিবের ললাটে অগ্নি জ্বলে!
মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি তোমার প্রাণ,
কালো মুখ তার হল আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান!
অগুরু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হল সুগন্ধতর,
হল শুচিতর অগ্নি আজিকে, শব হল সুন্দর।
BANGLADARSHAN.COM
ধন্য হইল ভাগীরথীধারা তব চিতা-ছাই মাখি,
সমিধ হইল পবিত্র আজি কোলে তব দেহ রাখি।
অসুরনাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্‌বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজদলনী জাগে কিনা–আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

হুগলী
১১ই আষাঢ় ১৩৩২

রাজ-ভিখারী

কোন্ ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি
ওগো চির-বৈরাগী!
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি–
ওগো চির-বৈরাগী!

ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি,
তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা' 'ক্ষুধা' বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি–
ওগো চির-বৈরাগী।

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রঙে,
মোহ-ঘুমপরী উঠিল শিহরি চমকিয়া ঘুম ভেঙে,
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথে ধূলায় বেদনার দাগে দাগী!
কে গো নারায়ণ, নবরূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী–
ওগো চির-বৈরাগী!

'দেহি ভবতি ভিক্ষাম' বলি দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী।
বলিলে, 'দেবে না? লহো তবে দান
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!'
দিল না ভিক্ষা, নিল নাকো দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী!
যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি॥

হুগলী
১৭ই আষাঢ় ১৩৩২

BANGLADARSHAN.COM

সান্ত্বনা

চিত্ত-কুঁড়ি-হাসনাহেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো!
জীবন-বেড়ার আড়াল ছাপি বুকের সুবাস টুটল গো!
এই তো কারার প্রাকার টুটে
বন্দি এল বাইরে ছুটে,
তাই তো নিখিল আকুল-হৃদয় শ্মশান-মাঝে জুটল গো!
ভবন-ভাঙা আলোর শিখায় ভুবন রেঙে উঠল গো।

২

স্ব-রাজ দলের চিত্তকমল লুটল বিশ্বরাজের পায়,
দলের চিত্ত উঠল ফুটে শতদলের শ্বেত আভায়।
রূপের কুমার আজকে দোলে
অপরূপের শিশ-মহলে,
মৃত্যু-বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ওই গো যায়,
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায়!

BANGLADARSHAN.COM

৩

আজকে রাতে যে ঘুমুল, কালকে প্রাতে জাগবে সে।
এই বিদায়ের অস্ত-আঁধার উদয়-উষায় রাঙবে রে!
শোকের নিশির শিশির ঝরে,
ফলবে ফসল ঘরে-ঘরে,
আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগবে ফুলেল রাগ এসে।
যে মা সাঁঝে ঘুম পাড়াল, চুম দিয়ে ঘুম ভাঙবে সে।

৪

না ঝরলে তাঁর প্রাণ-সাগরে মৃত্যু-রাতের হিম-কণা
জীবন-শুক্তি ব্যর্থ হত, মুক্তি-মুক্তা ফলত না।
নিখিল-আঁখির ঝিনুক-মাঝে
অশ্রু-মাণিক ঝলত না যে!
রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গলত না।
গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলত না।

৫

মরা বাঁশে বাজবে বাঁশী, কাটুক না আজ কুঠার তায়,
এই বেণুতেই ব্রজের বাঁশি হয়তো বাজবে এই হেথায়।
হয়তো এবার মিলন-রাসে
বংশীধারী আসবে পাশে
চিত্ত-চিতার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি-বিষাণ ওই বাজায়।
জন্ম নেবে মেহেদি-ঈশা ধরার বিপুল এই ব্যথায়।

৬

কর্মে যদি বিরাম না রয়, শান্তি তবে আসত না!
ফলবে ফসল—নইলে নিখিল নয়ন-নীরে ভাসত না।
নেইকো দেহের খোসার মায়া,
বীজ আনে তাই তরুর ছায়া,
আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাসত না।
আসবে আবার—নইলে ধরায় এমন ভালো বাসত না!

BANGLADARSHAN.COM

হুগলী
১৬ই আষাঢ় ১৩৩২

॥ঝড়॥

অপরূপ সে দুরন্ত

ভাব-বিলাসী অপরূপ সে দুরন্ত,
বাঁধন-হারা মন সদা তার উড়ন্ত!
সে ঘুরে বেড়ায় নীল আকাশে।
চাঁদের সাথে মুচকি হেসে,
গুঞ্জরে সে মউ-মক্ষীর গুঞ্জনে,
সে ফুলের সাথে ফোটে, ঝরে পরাগ হয়ে অঙ্গনে।
তার চোখের পলক ভোরের তারায় ঝলে,
ধুমকেতু তার ফুলঝুরি, সে উল্কা হয়ে চলে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত।

BANGLADARSHAN.COM

সে প্রথম-ফোটা গোলাপ-কুঁড়ির সনে–
হিঙুল হয়ে ওঠা লাজে হঠাৎ অকারণে।
ধরা তারে ধরতে নারে ঘরের প্রদীপ দিয়ে,
সে শিশির হয়ে কাঁদে, খেলে পাখীর পালক নিয়ে।
সে ঝড়ের সাথে হাসে
সে সাগর-স্রোতে ভাসে,
সে উদাস মনে বসে থাকে জংলা পথের পাশে
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

সে বৃষ্টিধারার সাথে পড়ে গলে,
অস্ত-রবির আড়াল টেনে লুকায় গগন-তলে।
দীপ্ত রবির মুকুরে সে আপন ছায়া দেখে,
সে পথে যেতে যায় যেন কি মায়ার মোহ এঁকে।
ঝরা তারার তীর হানে সে নিশুত রাতের নভে,
ঘুমন্তরে জাগিয়ে সে দেয় বিপুল বজ্র-রবে।

অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা উড়ন্ত!

সে রঙিন প্রজাপতি
কভু ফুলের দিকে মতি
কভু ভুলের দিকে গতি
তার রুধির-ধারা নদীর স্রোতের মতো
দেহের কূলে বদ্ধ তবু মুক্ত অবিরত।
রূপকে বলে সঙ্গিনী সে, প্রেমকে বলে প্রিয়া,
রূপ ঘুমালে ঊর্ধ্বে ওঠে আত্মাতে প্রেম নিয়া।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত।

মরণকে সে ভয় করে না, জ্ঞানীর সভায় ভয়,–
ভাবের সাথে ভাব করে সে অভাব করে জয়।
তার তরল হাসি সরল ভাবে মুগ্ধ সবার মন,
মন ভরে না জ্ঞানীর, করে অর্থ অন্বেষণ।
চোখ আছে যার, তারই চোখের পাতা টিপে ধরে,
হাতিশালায় যায় না, যায় ফুল ফোটে যে-ঘরে।
তার পথের পথিক সাথী,
তার বন্ধু নীরব রাতি,
খ্যাতির খাতায় চায় না চাঁদা, চাঁদের সাথে খেলে,
সে কথা কহে, মুক্ত-পাখা পাখীর দেখে পেলে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

তারে জ্ঞান-বিলাসী ডাকে না, তায় গাঁয়ের চাষী ডাকে,
তৃষার জলের পাত্র-সম জড়িয়ে ধরে তাকে।
সে রয় না আন্দোলনে,
যেথা আনন্দ হয় আন্দোলিত যায় সে গোপন বনে।
সে চাঁদের আলো, বর্ষা-মেঘের জল,
আপনার খুশীতে ঝরে আপনি সে চঞ্চল।
সে চায় না ফুলের মালা, সে ফুলের মধু চায়,

BANGLADARSHAN.COM

সে চায় না তাহার নাম,
দান দিয়ে সে পালিয়ে বেড়ায়
চায় না তাহার দাম।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

কেউ যদি তায় ভালো বলে, আলোর বুকে হয় সে লয়,
বলে, ‘ওগো সুন্দর মোর, তোমায় বলে, আমায় নয়!’
ছন্দ তাহার স্বচ্ছন্দ, দ্বন্দ্ব মাঝে রয় না সে,
যে বড়ো তাঁর সুনাম নিয়ে ক্ষুদ্র কথা কয় না সে।
তার মন্দ শোনার নাইকো সময়,
রসের সাথে নিত্য প্রলয়,
তারে নিন্দা দিলে চন্দন দেয়।
সে নন্দন-জাদুকর,
সুন্দর সে, তাই দেখে না কাহারেও সে অসুন্দর।
তারে লোভ দেখিয়ে যায় না ধরা,
আপনাকে যে দিতে চায়–
প্রেম-ভিক্ষু দুরন্ত সে লুটিয়ে পড়ে তাহার পায়।
পূর্ণের সে প্রতিচ্ছায়া, অপরূপ সে দুরন্ত,
মন কাঁদে মোর তারই তরে, মন সদা যার উড়ন্ত!

BANGLADARSHAN.COM

আঁধারে

অমানিশায় আসে আঁধার তেপান্তরের মাঠে;
স্তব্ধ হয়ে পথিক ভাবে,—কেমনে রাত কাটে!
ওই যে ডাকে হুতোম-পেঁচা, বাতাস করে শাঁ শাঁ!
মেঘে ঢাকা অচিন মুলুক; কোথায় রে কার বাসা?
গা ছুঁয়ে যায় কালিয়ে শীতে শূন্য পথের জুজু—
আঁধার ঘোরে জীবন-খেলার নূতন পালা রুজু।

BANGLADARSHAN.COM

আগা মুরগী লে কে ভাগা

[সুর: ‘একদা তুমি প্রিয়ে আমারই এ তরুমূলে’]

একদা তুমি আগা দৌড় কে ভাগা মুরগী লেকে।
তোমারে ফেল্‌নু চিনে ওই আননে জম্‌কালো চাপ্‌ দাড়ি দেখে॥
কালো জাম খাচ্ছিলে যে সেইদিন সেই গাছে চড়ে
কালো জাম মনে করে ফেল্‌লে খেয়ে ভোমরা ধরে।
‘চুঁ করো আওর চাঁ করো ছোড়ে গা নেই,
সব কুছ কালা কালা খা জায়ে গা²–বললে হেঁকে॥
ভুলো আর টেমি জিমি চেনে যে ওই ঝাঁকড় চুলে,
তোমারে দেখ্‌লে পরে তারস্বরে আসে তেড়ে ল্যাজুড় তুলে।

ও-পাড়ার হীরু তোমায় দেখেই পালায় পগার-পারে,
‘রুপিয়া লে আও,’ বলে ধরলে তাহার ছাগলটারে।
দেখিয়াই মটরু মিয়াঁর মুরগী লুকায় ঝোপের আড়ে,
তাই কি ছেলেমেয়ে মুরগী-চোরা বলে ডাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

উঠিয়াছে ঝড়

উঠিয়াছে ঝড়, কড় কড় কড় ঈশানে নাকাড়া বাজিছে তার,
ওরে ভীরু, ওঠ, এখনই টুটিবে ধমকে তাহার রুদ্ধ দ্বার!
কৃষ্ণ মেঘের নিশান তাহার দোলে পশ্চিম-তোরণে ওই,
ভ্রুকুটি-ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে নাচে নদনদী তাথই থই।
তরবারি তার হানিছে ঝিলিক সর্পিল বিদ্যুল্লেখায়,
হানিবে আঘাত তোর স্বপ্নের শিশমহলের দরোয়াজায়;
কাঁদিবে পূর্ব পুবালি হাওয়ায়, ফোটাবে কদম জুঁই কুসুম;
বৃষ্টিধারায় ঝরিবে অশ্রু, ঘনালে প্রলয় রবে নিঝুম?
যে দেশে সূর্য ডোবে—সেই দেশে হইল নবীন সূর্যোদয়,
উদয়-অচলে টলমল করে অস্ত-রবির আঁধার ভয়!
যুগ যুগ ধরি, তপস্যা দিয়ে করেছি মহীরে মহামহান,
ফুটায়েছি ফুল কর্ষিয়া মরু, ধূলির ঊর্ধ্বে গেয়েছি গান।
আজি সেই ফুলে-ফসল-মেলায় অধিকার নাই আমাদেরই,
আমাদের ধ্যান-সুন্দর ধরা আমাদের নয় আজি হেরি!
গীত-শেষে নীড়ে ফিরিবার বেলা হেরি নীড়ে বাসা বাঁধে শকুন,
মাংস-লোলুপ ফিরিতেছে ব্যাধ স্কন্ধে রক্ত-ধনুর্গুণ!
নীড়ে ফিরিবার পথ নাই তোর, নিম্নে নিষাদ, ঊর্ধ্বে বাজ,
তোর সে অতীত মহিমা আজিকে তোরে সব চেয়ে হানিছে লাজ!
উঠিয়াছে ঝড়—ঝড় উঠিয়াছে প্রলয়-রণের আমন্ত্রণ,
'আদাওতি'র এ দাওতে কে যাবি মৃত্যুতে প্রাণ করিয়া পণ?
ঝড়ে যা উড়িবে, পুড়িবে আগুনে, উড়ুক পুড়ুক সে সম্বল,
মৃত্যু যেখানে ধ্রুব তোর সেথা মৃত্যুরে হেসে বরিবি চল!
অপরিমাণ এ জীবনে করিবি জীবিতের মতো ব্যয় যদি,
ঊর্ধ্বে থাকুক ঝড়ের আশিস, চরণে মরণ-অম্বুধি!
বিধাতার দান এই পবিত্র দেহের করিবি অসম্মান?
শকুন-শিবার খাদ্য হইবি, ফিরায়ে দিবি না খোদার দান?
এ-জীবন ফুল-অঞ্জলি সম নজরানা দিবি মৃত্যুরে—
জীবিতের মতো ভুঞ্জি জীবন ব্যয় করে যা তা প্রাণ পূরে!

BANGLADARSHAN.COM

চরণে দলেছি বিপুলা পৃথ্বী কোটি গ্রহ তারা ধরি শিরে,
মোদের তীর্থ লাগি রবি শশী নিশিদিন আসে ফিরে ফিরে।
নিঃসীম নভ ছত্র ধরিয়া, বন্দনা-গান গাহে বিহগ,
বর্ষায় ঝরে রহমত-পানি-প্রতীক্ষমাণ সাত স্বরগ।
অপরিমাণ এ দানেরে কেমনে করিবি, রে ভীরু অস্বীকার?
মৃত্যুর মারফতে শোধ দিব বিধির এ মহাদানের ধার।
রোগ-পাণ্ডুর দেহ নয়—দিব সুন্দর তনু কোরবানি,
রোগ ও জরারে দিব না এ দেহ, জীবন-ফুলের ফুলদানি।
তাজা এ স্বাস্থ্য সুন্দর দেহ মৃত্যুরে দিবি অর্ঘ্যদান,
অতিথিরে দিবি কীটে-খাওয়া ফুল? লতা ছিঁড়ে তাজা কুসুম আন!
আসিয়াছে ঝড়, ঘরের ভিতর তাজিম করিয়া অতিথে ডাক,
বন্ধুর পথে এসেছে বন্ধু, হাসিয়া দস্তে দস্ত রাখ।
যৌবন-মদ পূর্ণ করিয়া জীবনের মৃৎপাত্র ভর্,
তাই নিয়ে সব বেহুঁশ হইয়া ঝঞ্ঝার সাথে পাঞ্জা ধর্।
ঝঞ্ঝার বেগ রুধিতে নারিবে পড়্-পড়্ ওই গৃহ রে তোর,
খুঁটি ধরে তার কেন বৃথা আর থাকিস বসিয়া, ভাঙ এ দোর্!
রবির চুল্লি নিভিয়া গিয়াছে, ধূম্রায়মান নীল গগন,
ঝঞ্ঝা এসেছে ঝাপটিয়া পাখা, ধেয়ে আয় তুই ক্ষীণ পবন!

BANGLADARSHAN.COM

কর্থ্যভাষা

কর্থ্যভাষা কইতে নারি শুর্দ্ধ কথা ভিন্ন।
নেড়ায় আমি নিম্ন বলি (কারণ) ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে মোর্স্বামী।
বানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি॥
চাষায় আমি চশ্‌শ বলি, আশায় বলি অশ্ব।
কোটকে বলি কোষ্ঠ, আর নাসায় বলি নস্য॥
শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম।
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসিরে মাহিষ্য॥
পুকুরকে কই প্রুষ্করিণী, কুকুরকে কই ক্রুক্কু।
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে গুড়ুক্কু॥
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে অণ্ডাল।
শালারে কই শলাকা, আর কালায় বলি কঙ্কাল॥
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু, আর দাদাকে কই দদ্রু।
বামারে কই বম্বু, আর কাদারে কই কদ্রু॥
আরও অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া মিন্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিন্তু॥

BANGLADARSHAN.COM

গান

আমার বিফল পূজাঞ্জলি
অশ্রু-স্রোতে যায় যে ভেসে।
তোমার আরাধিকার পূজা
হে বিরহী, লও হে এসে।
খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন,
পূজে তোমায় বিশ্বভুবন,
আমার যে নাথ ক্ষণিক জীবন
মিটবে কি সাধ ভালোবেসে॥
না-দেখা মোর বন্ধু ওগো,
কোথায় বাঁশি বাজাও একা,
প্রাণ বোঝে তা অনুভবে
নয়ন কেন পায় না দেখা!

BANGLADARSHAN.COM

সিন্ধু যেমন বিপুল টানে
তটিনীরে টেনে আনে,
তেমনি করে তোমার পানে
আমায় ডাকো নিরুদ্দেশে॥

ঘোষণা

হাতে হাত দিয়ে আগে চলো, হাতে
নাই থাক হাতিয়ার!
জমায়েত হও, আপনি আসিবে
শক্তি জুলফিকার॥

আনো আলির শৌর্য, হোসেনের ত্যাগ
ওমরের মতো কর্মানুরাগ,
খালেদের মতো সব অসাম্য
ভেঙে করো একাকার॥

ইসলামে নাই ছোটো বড়ো আর
আশরাফ আতরাফ;
এই ভেদ-জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
করো মিসমার সাফ!

চাকর সৃজিতে চাকরি করিতে
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে;
মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন,
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন,
এ-জুলুম সহেনিকো ইসলাম–
সহিবে না আজও আর॥

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধন

অনন্তকাল এ-অনন্তলোকে
মন-ভোলানোরে তার খুঁজে ফিরে মন।
দক্ষিণা-বায় চায় ফুল-কোরকে;
পাখী চায় শাখী, লতা-পাতা-ঘেরা বন।
বিশ্বের কামনা এ-এক হবে দুই;
নূতনে নূতনতর দেখিবে নিতুই॥
তোমারে গাওয়াত গান যার বিরহ
প্র। এড়িয়ে চলার ছলে যাচিয়াছ যায়,
এল সেই সুদূরের মদির-মোহ
এল সেই বন্ধন জড়াতে গলায়।
মালা যে পরিতে জানে, কণ্ঠে তাহার
হয় না গলার ফাঁসি চারু-ফুলহার॥
জলময়, নদী তবু নহে জলাশয়,
কূলে কূলে বন্ধন তবু গাহে গান;
বুকে তরণীর বোঝা কিছু যেন নয়–
সিন্ধুর সন্ধানী চঞ্চল-প্রাণ।
দুই পাশে থাক তব বন্ধন-পাশ,
সমুখে জাগিয়া থাক সাগর-বিলাস॥
বিরহের চখাচখী রচে তারা নীড়,
প্রাতে শোনে নির্মল বিমানের ডাক;
সেই ডাকে ভোলে নীড়, ভোলে নদীতীর,
সন্ধ্যায় গাহে: ‘এই বন্ধন থাক!’
আকাশের তারা থাক কল্পলোকে,
মাটির প্রদীপ থাক জাগর-চোখে॥

BANGLADARSHAN.COM

হিন্দি গান

॥১॥

আজ বন-উপবন-মে
চঞ্চল মেরে মন-মে
মোহন মুরলীধারী কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম।
সুনো মোহন নূপুর গুঁজত হ্যায়,
বাজে মুরলী বোলে রাধা নাম॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

বোলে বাঁশরী আও শ্যাম-পিয়ারি–
ঢুঁড়ত হ্যায় শ্যাম-বিহারী,
বনবালা সব চঞ্চল
ওড়াওয়ে অঞ্চল
কোয়েল সখী গাওয়ে সাথ গুণধাম॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুলকলি ভোলে ঘুংঘট খোলে
পিয়াকি মিলনকি প্রেমকি বোলি বোলে,
পবন পিয়া লেকে সুন্দর সৌরভ
হাঁসত যমুনা সখী দিবস-যাম॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

॥২॥

খেলত বায়ু ফুল-বনমে আও প্রাণ-পিয়া।
আও মনমে প্রেম-সাথী আজ রজনী
গাও প্রাণ-প্রিয়া॥
মন-বনমে প্রেম মিলি
ভোলত হ্যায় ফুল-কলি,
বোলত হ্যায় পিয়া পিয়া।
বাজে মুরলিয়া॥

মন্দিরমে রাজত হ্যায় পিয়া তব মুরতি,
প্রেম-পূজা লেও পিয়া, আও প্রেম-সাথী,
চাঁদ হাসে তারা সাথে
আও পিয়া প্রেম-রাথে,
সুন্দর হ্যায় প্রেম-রাতি, আও মোহনিয়া।
আও প্রাণ-পিয়া॥

॥৩॥

চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন
তুম ব্যনে বনওয়ারি।
ছিন লিয়ে হ্যায় গদা পদম সব
মিল করকে ব্রজনারী॥
চার ভূজা আব দো বানায়ে,
ছোড়কে বৈকুণ্ঠ ব্রিজ-মে আয়ে,
রাস রচায়ে ব্রিজ-মে মোহন
ব্যন গয়ে মুরলীধারী॥

BANGLADARSHAN.COM

সত্যভামা-কো ছোড়কে আয়ে,
রাধা-প্যারি সাথ-মে লায়ে,
বৈতরণী-কো ছোড়কে ব্যন গয়ে
যমুনাকে তটচারী॥

॥৪॥

তুম প্রেমকে ঘনশ্যাম
ম্যায় প্রেম কি শ্যাম প্যারী।
প্রেম কা গান তুমহরে দান
ম্যায় হুঁ প্রেম-ভিখারী॥
হৃদয় বিচমে যমুনা-তীর
তুমহরি মুরলী বাজে ধীর,
নয়ন-নীর কী বহত যমুনা
প্রেমকে মাতোয়ারি॥
যুগ যুগ হোয়ে তুমহরি লীলা মেরে হৃদয়-বনমে।
তুমহরে মোহন মন্দির পিয়া মোহত মেরে মনমে।

প্রেম-নদী-নীর নিত বহি যায়,
তুমহরে চরণ কো কাঁহু না পায়,
রোয়ে শ্যাম-প্যারি সাথে ব্রজনারী
আও মুরলীধারী॥

॥৫॥

ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক ঝোরে,
দেখো সখী চম্পা লচকে।
বাদরা গরজে দামিনী দমকে॥

আও ব্রজ-কি কুঙারী ওঢ়ে নীল শাড়ি,
নীল কমল-কলিকে পহনে ঝুমকে॥
হাররে ধান কি লও মে হো বালি,
ওড়নী রাঙাও শতরঙ্গি আলি,
ঝুলা ঝুলো ডালি ডালি,
আও প্রেম-কুঙারী মন ভাও,
প্যারে প্যারে সুর-মে শাওনী সুনাও!

BANGLADARSHAN.COM

রিমঝিম রিমঝিম পড়ত কোয়ারে,
সুন পিয়া পিয়া কহে মুরলী পুকারে,
ওহি বোলি-সে হিরদয় খটকে॥

॥৬॥

ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা মে কিশোরী কিশোর।
দেখে দোউ এক এক-কে মুখকো চন্দ্রমা-চকোর–
য্যায়সা চন্দ্রমা চকোর হোকে প্রেম-নেশা বিভোর॥

মেঘ-মৃদং বাজে ওহি ঝুলনাকে ছন্দ্-মে
রিমঝিম বাদর বরষে আনন্দ্-মে,
দেখনে যুগল শ্রীমুখ-চন্দ-কো
গগন ঘেরি আয়ে ঘনঘটা-ঘোর॥

নব নীর বরষণে কো চাতকী চায়,
ওয়সে গোপী ঘনশ্যাম দেখ তৃষ্ণা মিটায়;

সব দেবদেবী বন্দনা-গীত গায়–
ঝরে বরষা-মে ত্রিভুবন-কি আনন্দাশ্রু-লোর॥

॥৭॥

প্রেমনগর-কা ঠিকানা কর-লে
প্রেমনগর-কা ঠিকানা।
ছোড় কারিয়ে দো-দিন-কা ঘর
ওহি রাহ-মে জানা॥

দুনিয়া দওলত হ্যায় সব মায়া,
সুখ-দুখ হ্যায় দো জগৎ কা কায়া,
দুখ-কো তু গলে লাগা লে–
আগে না পসতানা॥

আতি হ্যায় যব রাত আঁধারি–
ছোড় তুম মায়া বন্ধন ভারি,
প্রেম-নগর কি কর তৈয়ারি
আয়া হ্যায় পরোয়ানা॥

BANGLADARSHAN.COM

॥৮॥

সোওত জগত আঁঠু জান রাহত প্রভু
মন-মে তুমহারে ধ্যান।
রাত-আঁধেরি-সে চাঁদ সমান প্রভু
উজ্জ্বল কর মেরা প্রাণ॥

এক সুর বোলে ঝিওর সারে রাত–
এ্যায়সে হি জপ তুহু তেরা নাম, হে নাথ!
রুম রুম মে রম রহো মেরে
এক তুমহারা গাণ॥
গয়ি বন্ধু কুটুম স্বজন–
ত্যজ দিনু ম্যায় তুমহারে কারণ,
তুম হো মেরে প্রাণ-আধারণ–
দাসী তুমহারি জ্ঞান॥

॥সমাপ্ত॥